বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কাণ্ড

অবতরণিকা

মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে যেখানে ভাগীরথী দক্ষিণমুখী হইয়াছেন, সেই স্থান হইতে হাওড়া জেলা পর্য্যন্ত ভাগীরথীর সমুদয় পশ্চিমাংশ এক সময়ে রাঢ় নামে খ্যাত ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ্ লক্ষ্মণাবতীর পরিচয় দান কালে লিখিয়াছেন,—"গঙ্গার দুই ধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুই পক্ষ। পশ্চিমদিকে রাল (রাঢ়)। এই ধারেই লখ্‌নোর নগরী; এবং পশ্চিম (বা উত্তর ধার) বরিন্দ (বরেন্দ্র) নামে খ্যাত। এই ধারেই দেওকোট নগর অবস্থিত।" উক্ত বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, রাজা লক্ষ্মণ-সেনের সময়ে বর্ত্তমান বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণা ও হুগলী জেলা রাঢ় নামে প্রসিদ্ধ এবং লখনোর্ (লক্ষ্মণপুর বা লক্ষ্মণনগরে) রাঢ়দেশের রাজধানী ছিল।

মহাভারত ও পুরাণাদিতে রাঢ় 'সুহ্ম' নামে পরিচিত। খৃষ্ট পূর্ব্ব ২য় শতাব্দে মাগধীভাষার রচিত জৈন অঙ্গ মধ্যে 'রাঢ়' দেশের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে রচিত সিংহলের পালি মহাবংশে এই স্থান 'লার' নামে, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে উৎকীর্ণ ধর্ম্মপালের সংস্কৃত তাম্র-শাসনে 'লাট' নামে, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে তামিল ভাষায় উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র চোলের শৈললিপিতে 'লাড়' নামে এবং ঐ সময়ের সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে 'রাঢ়া' নামে এই স্থানের উল্লেখ

দৃষ্ট হয়। মহাভারতে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, ভীম বঙ্গপতি সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাজয় করিয়া তাম্রলিপ্তপতি, কর্ব্বটেশ্বর, সুহ্মরাজ ও সাগরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিয়াছিলেন।

জৈন অঙ্গ ও কল্পসূত্র এবং জৈন পুরাণ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টের জন্মের ৮ শত বর্ষ পূর্ব্বে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিকূলে চাতুর্যামধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারও পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ২২শ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ অঙ্গ ও বঙ্গে জৈন ধর্ম্ম প্রচার করেন। ভগবান্ শাক্য বুদ্ধ এবং শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীও যথাক্রমে অঙ্গ ও রাঢ় দেশে স্ব স্ব ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। জৈনদিগের অঙ্গ হইতে জানা যায়, মহাবীর স্বামী দ্বাদশ বর্ষকাল রাঢ়ের অসভ্যদিগের মধ্যেও নিজ ধর্ম্মমত প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই মধ্যরাঢ় 'বর্দ্ধমান' নামে পরিচিত হইয়াছিল। সিংহলের মহাবংশে লিখিত আছে, বুদ্ধজন্মের পূর্ব্বে রাঢ়দেশে সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন, সিংহপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তৎপুত্র বিজয়সিংহ হইতে সিংহলদ্বীপের নামকরণ ও সিংহলে রাঢ়ীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাঢ়দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে সুসভ্য জাতির বাস ও সুসভ্যতার বিস্তৃতি হইয়াছিল।

রাঢ়দেশে বরাবর বেদবিরুদ্ধ মত প্রচলিত থাকায় প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের নিকট এই স্থান অবৈদিক ও অযজ্ঞীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। মৌর্য্য ও শকাধিকারকালে এখানে ক্ষত্রপ কায়স্থগণের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল।(১)

বাণভট্টের হর্ষচরিত (৬ষ্ঠ উল্লাস) পাঠে জানা যায়, সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের বহু পূর্ব্বে সুহ্মে দেবসেন নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পত্নী দেবকী দেবরে অনুরক্ত হইয়া বিষচূর্ণ মিশ্রিত মকরন্দপূর্ণ কর্ণোৎপল দ্বারা সুহ্মাধিপের প্রাণনাশ করেন।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় পৌণ্ড্র, সমতট, বর্দ্ধমান, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, রঙ্গ ও উপবঙ্গ এই কয়ভাগে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে চীন-পরিব্রাজক যুয়ন্-চুয়ং এই অঞ্চল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত এই কয়ভাগে বিভক্ত দেখিয়া গিয়াছেন। বরাহমিহিরের বর্দ্ধমান ও সুহ্ম চীন-পরিব্রাজকের সময়ে কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত হইয়াছিল। শশাঙ্কদেবের অভ্যুদয়ে কর্ণসুবর্ণের নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার আধিপত্যকালে কর্ণসুবর্ণের সীমা দক্ষিণরাঢ় ছাড়াইয়া সুদূর উৎকল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। হর্ষের নিকট পরাজিত হইয়া শশাঙ্কদেব কিছুকাল ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্যপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এখনও ময়ূরভঞ্জের দক্ষিণাংশে খিচিঙ্গ ও বেণুসাগরনামক সুপ্রাচীন স্থানে শশাঙ্কদেবের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

কর্ণসুবর্ণে শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার বর্ত্তমান সদর বহরমপুর হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে রাঙ্গামাটী নামে এক প্রাচীন গ্রাম আছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাই

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৫৫—৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কাণসোণা নামে বিখ্যাত ছিল। বড় বড় দীঘি, সরোবর ও রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ এখনও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। শশাঙ্কদেব ও কর্ণসুবর্ণের পরিচয় অন্যত্র বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন (২)। তবে এইমাত্র এখানে বলিয়া রাখি যে, কর্ণসুবর্ণ উত্তররাঢ়ের রাজধানী বলিয়া একদিন পরিচিত ছিল। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন ও কামরূপপতি ভাস্কর বর্ম্মার সমবেত চেষ্টায় শশাঙ্কদেব পরাজিত হইলে ভাস্করবর্ম্মা কিছুকাল এই কর্ণসুবর্ণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাচ্যভারত শাসন করিয়াছিলেন। এখান হইতে ভাস্করবর্ম্মা বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে (৩)। শ্রীনারায়ণের 'ছন্দোগ-পরিশিষ্টপ্রকাশ' হইতে উত্তররাঢ়ে ব্রাহ্মণ-প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে মহারাজ জয়পালের ৫ পুরুষ পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এখানে ব্রাহ্মণপ্রভাবের কথা বর্ণিত আছে। ইহাতে মনে হয়, পরম শৈব শশাঙ্কদেব এখানে বহু ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এদিকে ভাস্করবর্ম্মার বিশাল ভূমিদান হইতে মনে হয় যে, তাঁহার উত্তররাঢ়ে কর্ণসুবর্ণে অধিষ্ঠানকালে এখানকার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণসমাজ পূর্ব্বসম্মান হইতে বঞ্চিত হন নাই। ভাস্করবর্ম্মার কর্ণসুবর্ণ পরিত্যাগের পরও কিছুকাল উত্তররাঢ়ে ব্রাহ্মণপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই ব্রাহ্মণপ্রভাবকালে এখানে বহু বেদবিৎ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-রাজের নিকট হইতে উত্তররাঢ়ে সমাগত ব্রাহ্মণগণ যে সকল শাসন লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল তাঁহাদের পবিত্র কুলস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। উক্ত 'ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ' নামক গ্রন্থে তালবাটী, চতুর্থখণ্ড, পলাশখণ্ড, বাপুল, হিজ্জলবন প্রভৃতি কুলস্থানের উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, উক্ত ব্রাহ্মণশাসন হইতেই উত্তররাঢ় জগতের মধ্যে পূজিত হইয়াছে, (৪) অর্থাৎ ঐ সকল স্থানে বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ স্থানের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন।

উত্তররাঢ়ে ব্রাহ্মণপ্রভাবকালে গৌড়পতি আদিশূরের অভ্যুদয়। বলাবাহুল্য, এখানকার ব্রাহ্মণ-ভূপতিগণ আদিশূরের আধিপত্য স্বীকার করিয়া সামন্ত নৃপতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আদিশূরের রাজধানী ছিল, তাহা গৌড় বা বরেন্দ্রভূমের অন্তর্গত। উত্তররাঢ়ের কুলস্থান হইতে আদিশূরের রাজধানী দূরবর্ত্তী থাকায় এবং প্রবলতরঙ্গা গঙ্গানদী উভয় রাজ্যকে পৃথক্ করিয়া রাখায়, রাঢ়বাসী রাজন্যবর্গ অনেকটা স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। আদিশূরের অন্তিমকালে বহু বৈদেশিক নৃপতির লোলুপদৃষ্টি গৌড়ের প্রতি নিপতিত হয়। আদিশূরের তিরোধানের পর বৎসরাজ গৌড় আক্রমণ করেন। আদিশূরের পুত্র ভূশূর বৎসরাজের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি গৌড়-রাজধানী

---

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৬২—৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ২য়াংশ, বারেন্দ্র কায়স্থ বিবরণ, ৩১—৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) "অলভত সহি বিপ্রাচ্ছাশনং তালবাটীং তদিহ ভজতি পূজামুত্তরা যেন রাঢ়া।"

(ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ)

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ত্যাগ করিয়া রাঢ়ে আসিয়া বাস করেন'। বৎসরাজ গৌড় জয় করিয়া ফিরিবার পরেই উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের বৌদ্ধ জনসাধারণ বঙ্গরাজপুত্র গোপালকে অরাজক গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে রাঢ়দেশে সাতশতী ব্রাহ্মণগণ অতি প্রবল ছিলেন। তাঁহাদের অধিষ্ঠানভূমি 'সাতশইকা' নামে পরিচিত ছিল। এখানকার বিপ্রগণ আদিশূরের অনুরক্ত ও মহাপরাক্রান্ত ছিলেন। রাজা ভূশূর তাঁহাদের অধিকারের নিকটবর্ত্তী স্থান নিরাপদ ভাবিয়া এখানে আসিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময়ে সমস্ত রাঢ় শূরবংশের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারই সময়ে এখানকার ব্রাহ্মণ-সমাজ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও সাতশতী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। যাঁহারা বৌদ্ধ পালাধিকারভুক্ত গৌড়রাজ্যে বাস করিতেন, তাঁহারা বারেন্দ্র বলিয়া খ্যাত হইলেন; যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে রাঢ়দেশে বাস করিতেন, অথবা ভূশূরের সহিত গৌড় ত্যাগ করিয়া রাঢ়ে আসিয়া বাস করেন তাঁহারা রাঢ়ীয় এবং আদিশূরের প্রধান সহায় সপ্তশত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ 'সাতশতী' নামে পরিচিত হইলেন। যেখানে ভূশূরের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা 'শূর-নগর' নামে পরিচিত হইল। এই স্থান বর্দ্ধমান জেলার সাতশইকা পরগণার বাহিরে কাঁটোয়ার কিছুদূরে মন্ত্রেশ্বর থানায় অবস্থিত। এক্ষণে 'শূরো' নামে পরিচিত।

রাঢ়দেশে উচ্চজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণপ্রভাবের গুণে আদিশূরের প্রবর্ত্তিত সদাচার রক্ষায় অনেকে তৎপর ছিলেন। কিন্তু গৌড়ে পালরাজগণের আধিপত্য বিস্তারের সহিত প্রায় উচ্চনীচ সকল জাতিই বৌদ্ধাচার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে গৌড়ের সহিত রাঢ়ের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারে অনেকটা পার্থক্য ঘটিয়াছিল। ফলে এক সমাজের লোক অপরকে আভিজাত্য ও মর্য্যাদায় হীন মনে করিতে লাগিলেন। এই সংঘর্ষের ফলে রাঢ়ীয় হিন্দু সমাজ গৌড়ীয় সমাজ হইতে কতকটা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা ভূশূর নিজ রাজ্য ও মানসম্ভ্রম রক্ষায় অনেকটা ব্যস্ত ছিলেন। তৎপুত্র ক্ষিতিশূর রাঢ়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠার জন্য ৫৬ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর অনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরে উৎকীর্ণ ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি ও 'নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশ' হইতে জানা যায়, পূর্ব্বতন নৃপতিগণ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে রাঢ়দেশে বহু গ্রাম দান করিয়াছিলেন। যাঁহাকে যে গ্রাম দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সেই গ্রামের গ্রামীণ বা গ্রামপতি হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও সমাজ শাসনের ভার, দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকল প্রকার বিচারের ভার ও করগ্রহণের অধিকার শাসনগ্রাহী ব্রাহ্মণ ও তদ্বংশধরগণের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই প্রদত্ত গ্রাম সকল হইতেই তাঁহাদের বংশধরগণের 'গাঁঞি' প্রচলিত হইয়াছে। আদিশূরের বংশধরগণ এতদূর ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন যে, সমগ্র রাঢ়রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। এই কারণেই রাঢ়দেশে অনন্যসাধারণ ব্রাহ্মণপ্রভাব!

হরিমিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায়, ক্ষিতিশূরের রাজত্বের শেষভাগে গৌড়াধিপ

ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল রাঢ়দেশ অধিকার করেন। দেবপালের উত্তররাঢ়ে আধিপত্য বিস্তারকালে শূরবংশ দক্ষিণরাঢ়ে চলিয়া আসেন। তাঁহার কিছুকাল পরে প্রথম বিগ্রহপালের রাজত্বকালে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে রাষ্ট্রকূটপতি দ্বিতীয় কৃষ্ণ এবং উত্তর হইতে হৈহয়রাজ গুণাম্বুধিদেব গৌড় আক্রমণ করেন। বিগ্রহপাল প্রবল শত্রুর কবল হইতে নিজ রাজ্য রক্ষায় বিব্রত হইয়া পড়েন। সেই সুযোগে ক্ষিতিশূরের পৌত্র ও অবনীশূরের পুত্র ধরণীশূর সমগ্র উত্তররাঢ় অধিকার করিয়া বসেন। তিনি উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে আদিত্যশূর নামে পরিচিত হইয়াছেন। সিংহেশ্বর নামক স্থানে তিনি অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে সিংহেশ্বর সমগ্র রাঢ়ের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহারাজ আদিশূর যেরূপ গৌড়ে থাকিয়া হিন্দুসমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, উত্তররাঢ়ে আদিত্যশূরও সেইরূপ সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছিলেন।(৫) তাঁহারই সময়ে উত্তররাঢ় পূর্ব্বতন গৌড় সমাজ হইতে পৃথক্ সমাজ বলিয়া পরিগণিত হয়। কিরূপে এই সমাজের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিপুষ্টি হইয়াছিল, আলোচ্য গ্রন্থে তাহাই সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

---

(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে সেই সময়ের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।